শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ

সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
প্রাক্তন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ বাংলাদেশের ইসলাম প্রিয় জনতার প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা। তিনি দেশে ইসলামী সমাজ প্রবর্তন এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে সুপরিচিত, স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা, জোটভিত্তিক রাজনীতির ধারার বিকাশে এবং রাজনৈতিক লিয়াজো প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক অবদান রাখার জন্য তিনি সুপরিচিত। জামায়াতে ইসলামীর জনপ্রিয়তা ও গণমুখী সংগঠন হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির পেছনে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সততা, নিষ্ঠা, কর্মোদ্দীপনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তার গতিশীল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০১-২০০৬ মেয়াদে আলোচিত-প্রশংসিত ও সফল মন্ত্রণালয়ে

পরিণত হয়। সেই সময়ে দেশ যখন ৫ বার দুর্নীতিতে শীর্ষ স্থানীয় হিসেবে আখ্যা পায় তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত মানুষ। নিতান্ত সহজ-সরল এবং সাধাসিধে জীবন যাপনের অধিকারী এই মানুষটি ইসলামী আন্দোলনকে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের এই বীর সিপাহসালার জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট আরবী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৭ রমজান তারিখে। তিনি তার সম্মানিত পিতা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুল আলীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী শুধু ধর্মীয় নেতাই ছিলেন না বরং জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যও (এমপিএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ মুজাহিদ ফরিদপুর ময়জুদ্দিন স্কুলে ভর্তি হন এবং তারও পরে তিনি ফরিদপুর জেলা স্কুলে অধ্যায়ন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পর তিনি ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন। সে কলেজ থেকেই উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ডিগ্রি শেষ করার পর তিনি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় আসেন। স্বাধীনতার পর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

ছাত্র জীবনেই শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে যখন তিনি ফরিদপুর ছাড়েন, তখন তিনি ফরিদপুর জেলায় ছাত্রসংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকায় আসার পর তিনি ছাত্রসংঘের ঢাকা জেলার সেক্রেটারি মনোনীত হন। তিনি ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সেক্রেটারি মনোনীত হন এবং মাত্র দুই মাস পর অক্টোবরে তিনি ছাত্রসংঘের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হন।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ পেশা শুরু করেন নারায়ণগঞ্জ আদর্শ স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে। ১৯৭৩-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি আদর্শ স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। পরে সাংগঠনিক প্রয়োজনে তিনি ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স এর চেয়ারম্যান, দৈনিক সংগ্রামের চেয়ারম্যান এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলার পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। তিনি ১৯৮২-১৯৮৯ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর, ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি